OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 85
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 708 - 714
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 708 - 714
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

প্রাচীন ভারতীয় উপাখ্যান : ‘বৈতাল পচ্চীসী’ এবং ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’

ড. শুভেন্দু মণ্ডল
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়
Email ID: shubhendumondal90@gmail.com
0009-0001-1314-667X

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Indian and Western trend, Folkeducation, Cultural Transformation, Ethical Values.

Abstract
In ancient India, anecdotes served as a primary vehicle for folk education. One of their main purposes was to educate the unlearned masses and to instill ethical values in children, preparing them to become civilized adults. Anecdotes were a pervasive form of cultural transmission, often carrying the lessons of folk education even without a formal teacher. This made them a powerful tool not just in Eastern traditions, but in Western ones as well. The 'Betal Panchavinshati' seems to have emerged from this ancient Indian tradition of anecdote writing. Its style of storytelling is influenced by the anecdotes found in the 'Vedas', 'Upanishads', 'Ramayana', 'Mahabharata', and 'Jataka Tales'. The original style, known as Baddakaha, was written in the Paishachi-Prakrit language. This style later evolved and was incorporated into the Sanskrit work 'Katha saritsagar', a section of which became widely known as the 'Betal Panchavinshati'. We can analyze the similarities and differences between two modern versions of this classic: Hindi writer Lallulal's 'Vaital Pachchisi' and Bengali writer Ishwar Chandra Vidyasagar's 'Betal Panchavinshati'. Both authors avoided the original source material, creating unique works with natural similarities. Despite their constraints, both books were written with a distinctiveness that makes their differences just as significant as their similarities.

Discussion

প্রাচীন ভারতে উপাখ্যান রচনার ব্যাপক দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। সে যুগে কাব্য-সাহিত্য ছিল প্রকৃতপক্ষে লোকশিক্ষার বাহন। অশিক্ষিত অশিষ্ট সমাজকে বিভিন্ন উপাখ্যান দ্বারা সুশিক্ষিত করে তোলাই ছিল অন্যতম লক্ষ্য। সেই সঙ্গে বালক, বালিকাদের শিক্ষার ছলে নীতি শিক্ষা দিয়ে ভবিষ্যতে সুসভ্য হিসাবে গড়ে তোলার ধারা বিদ্যমান ছিল। উভয়ক্ষেত্রে উপাখ্যানের প্রভাব ছিল ব্যাপক। উপাখ্যান লোক পরম্পরায় সমাজে প্রচলিত হলে অনেক সময় উপাখ্যান-ই হয়ে যেত লোকশিক্ষার ধারক ও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 85
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 708 - 714
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাহক। সেক্ষেত্রে গুরু উপদেষ্টা ব্যতিরেকেও লোকশিক্ষার ধারা অব্যাহত থাকত। এসব কারণেই উপাখ্যান কেবল ভারতীয় বা প্রাচ্য ধারাতে নয়, পাশ্চাত্য ধারাতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল।

ভারতীয় সাহিত্যে উপাখ্যান-এর ব্যাপক প্রাদুর্ভাব লক্ষ করে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যকে অনায়াসে উপাখ্যান সর্বস্ব বলে অভিহিত করা চলে। বেদ্-উপনিষদ্ থেকে আরম্ভ করে 'পুরাণ'-কাহিনি, 'রামায়ণ', 'মহাভারত'-এর কাহিনি, 'জাতক কাহিনি', 'পঞ্চতন্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে সর্বত্রই উপাখ্যান-এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। 'উপাখ্যান' সাধারণ অর্থে কাহিনি। কোন বিশেষ মানুষের জীবনের বিশিষ্ট ঘটনা বা সাফল্য-অসাফল্য বিবরণ-ই উপাখ্যান রূপে অভিহিত হয়ে থাকে। যেমন- অরুণির উপাখ্যান, শকুন্তলার উপাখ্যান, অগ্যস্তের উপাখ্যান প্রভৃতি। এইসব উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট মানুষের অতি লৌকিক জীবন সাধনার সাফল্যকে তুলে ধরা হয়েছে। উপনিষদ্-এর উপাখ্যানেও ব্যাপক উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। সেকালে গুরুর গৃহে ব্রহ্মচার্যরত জ্ঞান তপস্বী বালকদের সন্ধ্যাবেলা অগ্নি দেবতাকে সম্মুখে রেখে বিভিন্ন উপাখ্যান বা কাহিনি শোনানো হত। সাধারণত শ্লোক বদ্ধ এইসব কাহিনি কণ্ঠস্থ করানোর রীতি ছিল। এই বিশেষ রীতির চিত্র আধুনিক কন্নড় গল্পকার ইউ. আর. অনন্তমূর্তির 'ঘটশ্রাদ্ধ' গল্পেও লক্ষ করা গেছে।

পরবর্তীকালে 'পুরাণ' তথা 'রামায়ণ', 'মহাভারত' কাহিনির যুগে আপামর জনসাধারণের উদ্দেশ্যে উপাখ্যান প্রচারিত হতে দেখা যায়। সে যুগে জ্ঞান লিপ্সু, ধর্মভীরু সাধারণ মানুষেরাও জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ঋষিদের সামনে বসে দলবদ্ধ হয়ে উপাখ্যান শ্রবণ করতেন। এইভাবে নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান, শ্রীবৎস-চিন্তার উপাখ্যান, সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যান ইত্যাদি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। জাতকের যুগে বুদ্ধদেবের বিভিন্ন জন্মের কাহিনি অসংখ্য উপাখ্যান রূপে পরিগণিত হয়েছে। 'পঞ্চতন্ত্র' বা 'কথাসরিৎসাগর'-এর উপাখ্যান পরিবেশনার ধারা একটু স্বতন্ত্র। ঐ সব কাহিনিতে বিভিন্ন উপাখ্যান পরিবেশিত হলেও সেগুলি একসূত্রে গ্রথিত।[১] সাধারণভাবে বিভিন্ন কাহিনিকে ক্রমান্বয়ে একই ধারায় চিত্তাকর্ষক আঙ্গিকে তুলে ধরার সুনিপুণ প্রয়াস। প্রসঙ্গক্রমে, অনুরূপ উপাখ্যান রচনা ধারা মধ্য প্রাচ্যে আরব পারস্য দেশেও পরিলক্ষিত হয়। সে সব কাহিনি 'আরব্য রজনী' বা 'পারস্য রজনী' রূপে সংকলিত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় উপাখ্যানের ধারা পরবর্তীকালে ভারতীয় জীবন ধারায় ব্রত পার্বণ প্রভৃতির মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। বিভিন্ন ব্রত নির্ভর ব্রত কথা বা উপাখ্যান ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। বঙ্গে তথা পূর্ব ভারতে এইসব উপাখ্যান যেমন-ব্রতকথা রূপে খ্যাতিলাভ করেছে, ঠিক তেমনি 'পাঁচালী' নামেও ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে। 'লক্ষ্মীর পাঁচালী', 'শনির পাঁচালী', 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী' প্রভৃতি বহুল প্রচলিত। পাঁচালীরূপে রচিত হয়নি এমন কাহিনি ও বিভিন্ন ব্রতে উপাখ্যানরূপে একদা প্রচলিত ছিল। 'ষষ্ঠী ঠাকুরণ', 'পুন্যির পুকুর', 'সুবচনি' প্রভৃতি ব্রতের কথা বা উপাখ্যান একদা বহুল প্রচলিত ছিল এই বঙ্গ-সংস্কৃতিতে। যার ফলস্বরূপ রচনা অবনীন্দ্রনাথের 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থটি।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় 'বেতালপঞ্চবিংশতি' উপাখ্যান রচনা ধারার প্রাচীন ভারতীয় পরম্পরাক্রমেই উদ্ভূত। 'বেদ', 'উপনিষদ', 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'জাতক কথা' প্রভৃতির মধ্যে উপাখ্যান রচনার যে পরম্পরা প্রচলিত ছিল তার-ই বিবর্তন ধারায় 'বেতালপঞ্চবিংশতি'-র উপাখ্যান রচনারও আঙ্গিক সৃষ্টি হয়েছে। তাই 'বেতালপঞ্চবিংশতি'-তে একটি নিজস্ব ধারা পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রন্থে সর্ব-প্রাচীন ধারাটি পৈশাচী-প্রাকৃতের 'বড্ডকহা' (সমানবৃহৎ কথা) নামে বিধৃত ছিল। সেই কাহিনি ধারারই রূপান্তরিত রূপ লক্ষ করা যায় সংস্কৃত 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থে। পরবর্তীকালে আবার 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থেরই অংশ বিশেষ 'বেতালপঞ্চবিংশতি'[২] নামে প্রচারিত হয়।

এই সমস্ত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে স্বাভবিকভাবেই একটা বিবর্তন ধারা পরিলক্ষিত হয়। আবার ভারতীয় উপাখ্যান ধারার বিবর্তনের পাশাপাশি 'বেতালপঞ্চবিংশতি'-রও উপাখ্যান সৃষ্টির সাদৃশ্য অনুভূত হয়। পুরাণ কাহিনি কিংবা 'রামায়ণ', 'মহাভারত'-এ যে ধরনের উপাখ্যান সংকলন লক্ষ করা যায় 'বেতালপঞ্চবিংশতি' কাহিনি সমষ্টির মধ্যেও যেন অনুরূপ ধারাই অনুসৃত। 'পুরাণ'-কাহিনি অথবা 'রামায়ণ', 'মহাভারত'-এ সাধারণভাবে দেখা যায়, কোনো নায়ক চরিত্র অথবা শ্রাবকের আগ্রহাতিশয্যের কোনো পুরাণ কথক বা কোনো ঋষি কাহিনি বা উপাখ্যান শোনাতে আরম্ভ করেন। অনেক সময় একই কথক একাধিক উপাখ্যানের কথক, আবার একাধিক কথকের মুখে একাধিক উপাখ্যান উপস্থাপনারও দৃষ্টান্ত দেখা যায়। 'বেতালপঞ্চবিংশতি' গ্রন্থে কিন্তু কথক একজনই। সেই কথকের নাম বেতাল এবং শ্রাবকের নাম রাজা বিক্রমাদিত্য।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 85
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 708 - 714
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কথক বেতাল একটির পর একটি উপাখ্যান শোনাতে শোনাতে ক্রমান্বয়ে পঁচিশটি উপাখ্যান শুনিয়েছেন। সে কারণে এই উপাখ্যান সংকলনের নাম 'বেতালপঞ্চবিংশতি'[৩]।

হিন্দি সাহিত্যিক লল্লুলালের 'বৈতাল পচ্চীসী'[৪] তথা বাংলা সাহিত্যিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি'[৫] গ্রন্থের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ব্যাপারটি নিম্নরূপ বিষয়ের আধারে বিবেচ্য। যেহেতু গ্রন্থ দুটির মূল উৎস উভয় লেখক-ই পরিহার করেছিলেন এবং উক্ত গ্রন্থ দু'টির অনন্যাশ্রিত সে কারণে উভয় গ্রন্থের মধ্যে সর্বাংশে স্বাভাবিক সাদৃশ্য থাকাই সম্ভব। যদিও উভয়ের প্রয়োজনগত বাধ্যবাধকতা ছিল। তথাপি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী উভয়েরই গ্রন্থ রচিত। তাই একদিকে যেমন গ্রন্থ দু'টির মধ্যে আপাত তথা বিশেষ সাদৃশ্য বর্তমান ঠিক তেমনি বৈসাদৃশ্যের ব্যাপারটিও উপেক্ষণীয় নয়।

সাদৃশ্যগত কারণ : সাদৃশ্যের ব্যাপারে উভয় গ্রন্থের নিরিখে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিবেচ্য— (ক) উৎসগত, (খ) পরিকাঠামোগত, (গ) উপস্থাপনাগত, (ঘ) কাহিনিগত, (ঙ) তথ্যগত, (চ) চরিত্রগত প্রভৃতি।

(ক) উৎসগত সাদৃশ্য : বলাবাহুল্য, লল্লুলাল এবং বিদ্যাসাগর কারোর রচনাই মৌলিক নয়, সংস্কৃতে রচিত 'কথাসরিৎসাগর' থেকে ব্রজ ভাষায় 'বেতাল পচ্চীসী' নামে যে গ্রন্থ রচিত হয়েছিল সেই গ্রন্থই হিন্দুস্থানী বা খড়িবোলি ভাষায় নিজস্ব রীতিতে 'বৈতাল পচ্চীসী' নামে কাহিনি সমুচ্চয় রূপে রচনা করেছিলেন লল্লুলাল। বিদ্যাসাগর আবার লল্লুলালর গ্রন্থের আধারে তাঁর 'বেতালপঞ্চবিংশতি' গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। আপাত দৃষ্টিতে উৎসের তারতম্য ছিল না। সংস্কৃতের 'বেতালপঞ্চবিংশতি' নামে যে কাহিনি ধারা রচিত হয়েছিল তার-ই যুগোপযোগী রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন খড়িবোলিতে লল্লুলাল ও বাংলা গদ্যের জনক বিদ্যাসাগর[৬]। এই উৎসগত সাদৃশ্যের কারণে উভয় গ্রন্থের রচনাভঙ্গি তথা কাহিনি পরিবেশন রীতিতে স্বাভাবিক সাদৃশ্য অনিবার্যরূপেই এসে গেছে।

(খ) পরিকাঠামোগত সাদৃশ্য : উৎসগত সাদৃশ্যের কারণেই সম্ভবত পরিকাঠামোগত সাদৃশ্যও অনায়াসে চোখে পড়ে। উৎসের ওপর পরিকাঠামো অনেকাংশেই নির্ভরশীল। সাধারণভাবে প্রত্যেক কাহিনিরই একটা নিজস্ব পরিকাঠামো থাকে যে পরিকাঠামোর ওপর ভিত্তি করে কাহিনি পরিবেশনে সার্বিক প্রয়াস করেন লেখক বা স্রষ্টা। 'বেতালপঞ্চবিংশতি' গ্রন্থের কাহিনি বিশেষ পরিকাঠামো আশ্রিত। এই পরিকাঠামোর গোড়ায় উপস্থাপনা বা উপক্রমণিকা এবং শেষে উপসংহার বা সমাপ্তি এই দুই সীমারেখার মধ্যে ক্রমান্বয়ে পঞ্চবিংশতি সংখ্যক উপখ্যানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

(গ) উপস্থাপনা ও কাহিনিগত সাদৃশ্য : যে পরিবেশে 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র কাহিনির উপক্রম তার পটভূমিকা উপস্থাপন করেছেন লেখক, সেই পটভূমিকায় আছে বিক্রমাদিত্য। তাঁর পারিবারিক ষড়যন্ত্রে উত্তরকালে স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি কেবল সিংহাসন-ই দখল করেননি, বিশ্ববিজয়ী ভারত সম্রাটরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে ছিল তাঁর বিশিষ্ট সাধনা। শান্তশীল নামক দুষ্ট তপস্বীর অনুরোধে শ্মশানে গিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্য বেতালরূপী শব আহরণ করেছিলেন। এই বেতাল-ই হল 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র কাহিনি সমূহের কথক। স্বয়ং রাজা বিক্রমাদিত্য শ্রাবক। প্রত্যেকটি কাহিনি এমনভাবে বেতাল শুনিয়েছেন যে শেষে তা থেকে স্বতঃই এক একটি প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়েছে। কাহিনি শেষে বেতাল সেই উদ্যত প্রশ্নই জিজ্ঞেস করেছেন রাজা বিক্রমাদিত্যকে এবং রাজা তাঁর মনীষাবলে অনায়াসে সে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর বা সমাধান দিয়েছেন। সমাধান বা উত্তর সমসাময়িক ভারতবর্ষের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতির ওপর আধারিত। পঞ্চবিংশতি উপাখ্যানে কোনো উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি রাজা বিক্রমাদিত্যের পক্ষে। সেই জটিল বা কূট প্রশ্নের মধ্যেই উপাখ্যানের পরম্পরা শেষ হয়েছে কিন্তু মূল কাহিনি শেষ হয়নি। সবশেষে রাজা বিক্রমাদিত্য বেতালকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে কপট তপস্বী শান্তশীলের সম্মুখে এবং শান্তশীলের প্ররোচনা ব্যর্থ করে তাকেই বধ করে নিষ্কণ্টক রাজ চক্রবর্তী নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন রাজা বিক্রমাদিত্য। এই পরিকাঠামো এবং আঙ্গিক সাদৃশ্য উভয় গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান। সেই সঙ্গে কাহিনিসমূহেও স্বাভাবিক সাদৃশ্য আছে, উপস্থাপনাও রৈখিক-সমরৈখিক।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 85
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 708 - 714
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

(ঘ) চরিত্রগত সাদৃশ্য : চরিত্রগত সাদৃশ্যের ব্যাপারে মূলত কোনো তারতম্য নেই। অর্থাৎ রাজা বিক্রমাদিত্য, তপস্বী শান্তশীল, বেতাল প্রভৃতি উভয় গ্রন্থেই একই ভূমিকায় বিদ্যমান। কাহিনি উপস্থাপনার ধারাটিও উভয়ত একই। কাহিনি প্রারম্ভ করার পূর্বে বেতাল শর্ত আরোপ করেছিল, বলেছিল প্রত্যেক কাহিনির শেষে সে একটি প্রশ্ন করবে রাজাকে। রাজা যদি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেন তাহলে বেতাল আবার ফিরে যাবে শ্মশানের সেই বৃক্ষে এবং রজ্জুলগ্ন হয়ে উর্দ্ধপদ অধঃশীল হয়ে অবস্থান করবে। ফলে বিক্রমাদিত্যকে আবার শ্মশান শবরূপী বেতালকে সংগ্রহ করতে হবে। আর যদি বিক্রমাদিত্য সঠিক উত্তর দিতে না পারেন কিংবা উত্তর জেনেও চুপ করে থাকেন তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ মাথা ফেটে মারা যাবেন। রাজা বিক্রমাদিত্য এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন এবং পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এইভাবে 'বৈতাল পচ্চীসী' এবং 'বেতালপঞ্চবিংশতি' উভয় গ্রন্থেরই কাহিনি সমূহের মধ্যে আপাত সাদৃশ্য রয়েছে।

সাদৃশ্যের মতোই 'বৈতাল পচ্চীসী' এবং 'বেতালপঞ্চবিংশতি' গ্রন্থের বৈসাদৃশ্য বিচারেও নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচ্য —

(ক) উপস্থাপনাগত, (খ) কাহিনিগত, (গ) কাহিনি, পরিচিতিগত, (ঘ) ভাষাবৈশিষ্ট্যগত প্রভৃতি।

(ক) উপস্থাপনাগত বৈসাদৃশ্য : যদিও মূল উৎসের উভয় গ্রন্থের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। তথাপি উপস্থাপনার ভঙ্গিতে উভয়গ্রন্থের মধ্যে বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি হয়েছে। মূল কাহিনিতে গোড়ায় কাহিনি বা প্রারম্ভ বা প্রস্তাবনা অংশ ছিল। অনুরূপভাবে গ্রন্থশেষে উপসংহারও সংযোজিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর এই অনুক্রমে তাঁর 'বেতালপঞ্চবিংশতি' গ্রন্থের কাহিনি সন্নিবিষ্ট করেছেন। কাহিনি সমূহ সন্নিবিষ্ট করার পূর্বে তিনি যেমন উপক্রমণিকা সংযোজন করেছেন তেমনি গ্রন্থশেষে আবেষ্টনিতে নির্মিত হয়েছে ক্রমান্বয়ে ২৫টি কাহিনি। অন্যদিকে, লল্লুলালের গ্রন্থে অনুরূপ আঙ্গিক সর্বাংশে গৃহীত হয়নি। লল্লুলালের গ্রন্থে উপক্রমণিকা এবং উপসংহার রূপে কোনো অংশ চিহ্নিত হয়নি। উপক্রমণিকা অংশ 'বৈতাল পচ্চীসী' নামে চিহ্নিত হয়েছে এবং উপসংহার অংশটি পঞ্চবিংশতি কাহিনির মধ্যেই স্থান পেয়েছে। উপক্রমণিকা অংশের কাহিনিতে কিঞ্চিত গরমিলও লক্ষ করা যায়। বিদ্যাসাগরের উপক্রমণিকা অংশের কাহিনি অপেক্ষাকৃত বিশদ। পক্ষান্তরে, লল্লুলালের কাহিনি কিঞ্চিত সংক্ষিপ্ত খুঁটিনাটি বিবর্তনেও তারতম্য রয়েছে।

(খ) কাহিনিগত বৈসাদৃশ্য : যে বিক্রমাদিত্যকে নিয়ে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' কাহিনির সূত্রপাত সেই রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানীর নাম বিদ্যাসাগরের গ্রন্থে 'উজ্জয়িনী'। কিংবদন্তীখ্যাত বিক্রমাদিত্যের রাজধানীর নাম উজ্জয়িনী নামে বহুল প্রচলিত। লল্লুলালের গ্রন্থে কিন্তু রাজধানীর নাম দেওয়া হয়েছে ধারানগরী। ধারানগরীর রাজা গন্ধর্ব সেনের মৃত্যুর পর তাঁর জেষ্ঠ্যপুত্র সিংহাসনে আরোহন করেন। এই পুত্রের কোনো নাম পাওয়া যায় না লল্লুলালের গ্রন্থে। বিদ্যাসাগরের গ্রন্থে কিন্তু তার নাম দেওয়া হয়েছে শঙ্কু। শঙ্কু রাজা হিসেবে ছিলেন অযোগ্য তাই রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই সুযোগে আমত্যদের সাহায্যে দ্বিতীয় পুত্র বিক্রমাদিত্য সিংহাসন অধিকার করলেন। এই কাহিনির সঙ্গে উভয় গ্রন্থের মধ্যে তারতম্য আছে। বিদ্যাসাগর লিখেছেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্কুর অযোগ্যতার সুযোগে বিক্রমাদিত্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন। লল্লুলালের গ্রন্থে কিন্তু বর্ণিত হয়েছে অমাত্যরা বিদ্রোহী হয়ে বিক্রমাদিত্যকে রাজা করেছিলেন। বিক্রমাদিত্য রাজা হয়েই বিচারে শঙ্কুর প্রাণদণ্ডের বিধান দেন। পরবর্তীকালের কাহিনির মধ্যে অমিল বিদ্যমান। রাজা হওয়ার পর বিক্রমাদিত্য প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্য প্রচ্ছন্ন বেশে রাজ্য পর্যটনে গিয়েছিলেন এবং সেই সময় রাজ্যবাসী এক ব্রাহ্মণ তপস্যালব্ধ অমর ফল রাজা ভাতৃহরিকে উপহার দিয়েছিলেন। এই কাহিনি বিদ্যাসাগর গ্রহণ করলেও লল্লুলাল গ্রহণ করেননি। তাঁর গ্রন্থে দেখা যায় ব্রাহ্মণ অমর ফল দিয়েছেন স্বয়ং রাজা বিক্রমাদিত্যকেই।

কাহিনির মধ্যে একইলগ্নে তিনজন পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজন রাজা চন্দ্রভানু, দ্বিতীয়জন রাজা বিক্রমাদিত্য এবং তৃতীয় জন শান্তশীল নামক যোগী। বিদ্যাসাগর এই তিনজনের বিশেষ পরিচিতি দিয়েছেন। বলেছেন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 85
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 708 - 714
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রাজা বিক্রমাদিত্য ছিলেন ক্ষত্রিয়, রাজা চন্দ্রভানু ছিলেন জাতিতে তৈলিক এবং শান্তশীল ছিলেন জাতিতে কুম্ভকার। লল্লুজীর গ্রন্থে অনুরূপ জাতির পরিচয় পাওয়া যায় না।

অনুরূপ অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ থেকে উপস্থাপনা তথা কাহিনি নানাবিধ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গুটিকয়েক উল্লিখিত হল। সমস্ত তারতম্য বিষদভাবে উল্লেখ সম্ভব নয়।

(গ) কাহিনি, পরিচিতিগত বৈসাদৃশ্য : বিদ্যাসাগরের গ্রন্থে প্রতিটি কাহিনি উপাখ্যান রূপে চিহ্নিত হয়েছে। সেই অনুযায়ী প্রথম উপাখ্যান, দ্বিতীয় উপাখ্যান, তৃতীয় উপাখ্যান প্রভৃতি ক্রমে পঞ্চবিংশতি উপাখ্যানে কাহিনি সমাপ্ত হয়ছে। লল্লুলালের গ্রন্থে এগুলি উপাখ্যানরূপে চিহ্নিত হয়নি। কাহিনির বিষয়বস্তু বা মূল বক্তব্য (Theme) অনুসারে প্রতিটি উপাখ্যান চিহ্নিত হয়েছে। যেমন-প্রথম উপাখ্যানে পরিচিতি 'বাস্তব মেঁ দোষী কৌন?' তৃতীয় উপাখ্যান চিহ্নিত হয়েছে 'কৌন বড়া বলিদানী?' অনুরূপভাবেই চতুর্থ উপাখ্যানে নামকরণ করা হয়েছে 'কৌন বড়া পাপী?' পঞ্চম উপাখ্যানের পরিচিতি 'কৌন বড়া পতি?' ইত্যাদি।

এই আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, লল্লুলালের 'বৈতালপচ্চীসী' এবং বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি' একই গ্রন্থের দু'টি রূপ হলেও সার্বিকভাবে অভিন্ন নয়, অনেকাংশে ভিন্নরূপ লক্ষ করা যায়। বিদ্যাসাগরের সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থগুলি অধিকাংশই মৌলিক নয়, অনূদিত গ্রন্থ কিন্তু ঐ সমস্ত অনূদিত গ্রন্থ অনূদিত হয়েও সর্বাংশে অনূদিত নয়। বিদ্যাসাগরের প্রতিভাবলে অধিকাংশ গ্রন্থই স্বকীয় পরিশিষ্টে ভাস্বর। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিনয়কুমার মাহাতার কথায় ইতি টানা চলে—

> "...বেতালপঞ্চবিংশতিকা প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় জনচিত্তে বেতাল-বিক্রমাদিত্য উপাখ্যানের একটি জনপ্রিয় ধারা প্রবহমান ছিল দীর্ঘকাল ধ'রে, লোককথার আকারেও তা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। লল্লুলালের 'বৈতালপচীসী' এবং বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি' আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হওয়ার পর ঐ কাহিনির বিশেষ ধারা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, একাধিক গ্রন্থও রচিত হয়েছে। তথাপি আদি গ্রন্থ দুটির মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে, এমন কথা ভাবার কোনো অবকাশ নেই। সমসাময়িক যুগ তথা ভাষা-বিবর্তনের প্রেক্ষিতে উভয় গ্রন্থেরই মূল্য অপরিসীম।"[৭]

Reference:

১. রায়, বিশ্বনাথ ও চক্রবর্তী, শুক্লা (নির্বাহী সম্পাদক), *তুলনামূলক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য পত্রিকা*, প্রথম সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯, পৃ. ৭০

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫, পৃ. ২৭

সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' এবং ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' গ্রন্থে বেতালের আখ্যানের কথা থাকলেও মূল গল্পগুলির উৎস সম্পর্কে A.B. Keith এর 'History of Sanskrit Literature' (1941) গ্রন্থে উল্লেখ করে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

"শিবদাস ভট্ট, জম্ভল দত্ত এবং বল্লভদাসের নামে 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র নানা সংস্কৃত পুঁথি পাওয়া গেছে। কেউ কেউ বলেন গল্পগুলি নাকি পূর্বে ছন্দেই লেখা হয়েছিল। এর মধ্যে বল্লভদাসের গল্পগুলি আকারে সংক্ষিপ্ত।"

৩. Tarkalnnkar, Harish Chandra, *The Bytal-Pacheesee or The Twenty-five. Tales of the Demon* (Vidyasagara's Edition), Lees, W. Nassan, 1858 (দ্র. তদেব, পৃ. ২৭)

এখনো পর্যন্ত 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র তিনটি নির্ভর যোগ্য সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে জীবনানন্দ, বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় জম্ভল দত্তের বেতাল নাগরী অক্ষরে ছাপা হয়। বেতালের এটিই হচ্ছে কলকাতায় প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ। এরপরে লাইপজিগ ১৯১৫ সালে শিবদাস

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 85
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 708 - 714
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ভট্টের মূল সংস্কৃত বেতাল জার্মান টীকাসহ প্রকাশিত হয় 'Die Vetala Pancauimsatika' নামে। ১৯৩৪ সালে American Oriental Series-এর চতুর্থ খণ্ডে জম্ভল দত্তের বেতাল প্রকাশিত হয়।

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে রাজা জয়সিংহের আদেশে সুরত কবীশ্বর 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র ব্রজভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ থেকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ বিল প্রাইস্টের অনুরোধে কলেজের জন্য মুন্সী মুজাহার আলি খাঁ যিনি 'বিল' নামে হিন্দুস্থানী বা হিন্দি সাহিত্যে পরিচিত এবং লল্লুলাল কব্ ব্রজ ভাষা থেকে হিন্দি ভাষায় ১৮০৫ সালে 'বৈতাল পচ্চীসী' নামে এই গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় এই গ্রন্থটি ১৮৫২ সালে প্রকাশিত হয় এবং নতুন সংস্করণরূপে ১৮৫৮ সালে হরিশ্চন্দ্র তর্কালংকারের দ্বারা বিদ্যাসাগরের সংস্করণে পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়।

৫। (ক) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি' অনুবাদ সম্পর্কে জানা যায়—

"ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ (সেক্রেটারি) জি. টি. মার্শেলের নির্দেশে বিদ্যাসাগর 'বৈতাল পচ্চীসী নামক প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অবলম্বন' (দ্বিতীয় সংস্করণ বেতালের বিজ্ঞাপন) করে অনুবাদ করেন এবং নাম দেন 'বেতালপঞ্চবিংশতি'। এর প্রথম থেকে নবম সংস্করণ পর্যন্ত তিনি বিরাম চিহ্ন হিসেবে শুধু দাঁড়ি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু দশম সংস্করণ (১৯৩৩ সংবৎ-১৮৭৭ খ্রিঃ অঃ) থেকে ইংরেজী রীতির কমা-সেমিকোলন প্রভৃতি বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছিল। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ না করে তিনি হিন্দুস্থানী 'বৈতাল পচ্চীসী' থেকে কেন অনুবাদ করলেন তার কারণ দুজ্ঞেয় নয়। প্রথমবার ফোর্ট ইউলিয়ম কলেজ সেরেস্তাদারের (অর্থাৎ প্রধান পণ্ডিত) পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়ে তাঁকে বিদেশি ছাত্রদের বাংলা পড়াতে হত, বাংলা ও হিন্দিতে লেখা উত্তরপত্র পরীক্ষা করতে হত। কার্যানুরোধে তাঁকে বেশ ভালো করে ইংরেজী ও হিন্দী শিখতে হয়েছিল। একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত প্রতিদিন তাঁকে হিন্দী শেখাতেন। এভাবে তিনি অল্পকালের মধ্যে হিন্দী-হিন্দুস্থানী ভাষায় বিশেষ অধিকার অর্জন করেন। হিন্দু ভাষা-জ্ঞান তাঁর কিরকম আয়ত্তে এসেছে তার পরীক্ষা করবার জন্যই বোধহয় তিনি হিন্দী 'বৈতাল পচ্চীসী' অবলম্বনে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' রচনা করেন। অবশ্য এর কিছু কিছু উগ্র আদিরসের বর্ণনা (যা মূল সংস্কৃতেও ছিল) তিনি দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে ত্যাগ করেছিলেন,"

(খ) মিত্র, ইন্দ্র, করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৩২

এই রচনা সম্পর্কে উত্তরকালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন— "বেতালপঞ্চবিংশতি নামে যে হিন্দি বই আছে, বিদ্যাসাগরের গ্রন্থখানি উহার নামমাত্র অনুবাদ। হিন্দিতে তিনি কেবল কঙ্কালখানি পাইয়াছিলেন; রক্ত মাংস ইত্যাদি সকলই তিনি আপনা হইতে যোজনা করিয়া দিয়াছেন।"

৬. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৯৫

রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকার ভাদ্র (১৩০২) সংখ্যায় বলেছেন—

"বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন।... বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন-এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা সকল পরাহত করিয়া নব নব ক্ষেত্রে আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন-কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।... বাংলা ভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর ভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 85
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 708 - 714
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটি ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলির নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা— উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্বে বাংলা গদ্যের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃজনক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।”

৭. রায়, বিশ্বনাথ ও চক্রবর্তী, শুক্লা (নির্বাহী সম্পাদক), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১